কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ
ঐতিহ্য ও ইতিহাসের ১৯০ বছর

স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং চিকিৎসাশাস্ত্রে বাংলার মাটি থেকেই বিশ্বজয়

প্রথম মহিলা চিকিৎসক ও প্রাক্তনী কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়ের ছবিতে মাল্যদান করছেন প্রাক্তন রাজ্যপাল শ্রী গোপালকৃষ্ণ গান্ধী

১৯০তম বর্ষপূর্তির মুহূর্তে সেজে উঠেছে টাউন হল

প্রাক্তন রাজ্যপাল প্রদীপ জ্বালিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করছেন

“ক্যালকাটা মেডিক্যাল কলেজ: হান্ড্রেড নাইনটি ইয়ার্স অফ এক্সেলেন্স” শিরোনামের একটি কফি টেবিল বুকের আনুষ্ঠানিক প্রকাশ

প্রাক্তন রাজ্যপাল শ্রী গোপালকৃষ্ণ গান্ধী বেলুন উড়িয়ে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের ১৯০ তম বর্ষে পদার্পনের সূচনা করলেন

কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের ঐতিহ্য এবং ভবিষ্যৎ নিয়ে একটি আলোচনা সভা

কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ এ দেশের মধ্যে তো বটেই, এশিয়ার মধ্যেও প্রথম মেডিক্যাল কলেজ হিসেবে স্বীকৃত। বাঙালি এবং ভারতবাসী হিসেবে এ এক গর্বের কথা। আর দশ বছর পরেই এই ঐতিহ্যপূর্ণ প্রতিষ্ঠানটি পা দিতে চলেছে দুশ বছরে। সেই মাহেন্দ্রক্ষণকে চিরস্মরণীয় করে তোলার জন্যই শুরু হয়ে গেছে প্রাক্তনীদের প্রস্তুতি। গত ২৮ জানুয়ারি কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের ১৯০তম বর্ষে পা দেওয়ার দিনটিকে উদ্‌যাপন করা হল সেই প্রস্তুতিরই এক অংশ হিসেবে। ব্রিটিশ কাউন্সিল বাড়িয়ে দিল সহযোগিতার হাত। রাজ্যের প্রাক্তন রাজ্যপাল শ্রী গোপালকৃষ্ণ গান্ধীর হাত দিয়ে ফানুস ওড়ানোর মধ্য দিয়ে সূচনা হল এই উদ্‌যাপনের। ২৭ জানুয়ারি কলকাতার টাউন হলে ১৯০ টি বেলুন ওড়ানোর মধ্য দিয়ে পালিত হল ১৯০ বছরে পদার্পণ করার মাহেন্দ্রক্ষণ। এছাড়াও এই দিনটি ছিল প্রাক্তনীদের ৮৯তম পুনর্মিলন দিবস। এই প্রতিষ্ঠানের ঐতিহ্যকে স্মরণীয় করে রাখতে প্রকাশিত হল “ক্যালকাটা মেডিক্যাল কলেজ: হান্ড্রেড নাইনটি ইয়ার্স অফ এক্সেলেন্স” শিরোনামের একটি কফি টেবিল বুক। বইটির আনুষ্ঠানিক প্রকাশে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন রাজ্যপাল শ্রী গোপাল কৃষ্ণ গান্ধী, ব্রিটিশ ডেপুটি হাইকমিশনার মিঃ অ্যান্ড্রু ফ্লেমিং, রাজ্যসভা সাংসদ শ্রী জহর সরকার, সেন্ট জেভিয়ার্স বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর রেভারেন্ড ফাদার ফেলিক্স রাজ, কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের প্রাক্তনীদের কনভেনর চিকিৎসক অমিত ঘোষ, কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ চিকিৎসক ইন্দ্রনীল বিশ্বাস। ব্রিটিশ কাউন্সিলের পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব ভারতের অধিকর্তা দেবাঞ্জন চক্রবর্তী সহ আরও অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি। হাসপাতালের ইতিহাস, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এবং চিকিৎসা ক্ষেত্রের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচিত এই গ্রন্থের লেখক চিকিৎসক অমিত ঘোষ এবং শ্রী প্রদীপ গুপ্তা। বাংলার মাটিতে আধুনিক চিকিৎসা এনে দেওয়ায় যেমন এই প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা অনস্বীকার্য, তেমনই চিকিৎসা-শিক্ষাতেও এই প্রতিষ্ঠান দীর্ঘ সময় ধরে তার ভূমিকা পালন করে চলেছে। এদিনের অনুষ্ঠানে ১০ মিনিটের একটি তথ্যচিত্র দেখানো হয় কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের ১৯০ বছরের ঐতিহ্য নিয়ে। এ দিন আয়োজন করা হয়েছিল একটি আলোচনা সভার। অংশ নিয়েছিলেন জহর সরকার, ফেলিক্স রাজ, দেবাঞ্জন চক্রবর্তী, তপতী গুহ ঠাকুরতা এবং চিকিৎসক ইন্দ্রজিৎ সর্দার। এদিনের এই উদ্‌যাপন ছিল কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের মতো প্রতিষ্ঠানের কাছে এক গর্বের বিষয় এবং সাধারণ মানুষের জন্য এক আশার আলো।

“ঐতিহ্য এবং স্মৃতিমেদুরতা একসঙ্গে শক্তিশালী অনুঘটকের মতো, যা আগামী দিনে পরিবর্তন আনবে অতীতের সঙ্গে সংযোগ রেখেই। সংস্কৃতির শিকড়ের সঙ্গে নিবিড় বন্ধন যেমন আমাদের অতীতকে চেনায়, তেমনই ভবিষ্যতের প্রয়াসকে অর্থবহ করে তোলে এবং তার উদ্দেশ্য নির্ধারণ করে। কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের ১৯০তম বর্ষের সূচনা উদ্‌যাপনের মাধ্যমে আমরা যেমন আমাদের সম্মিলিত অতীতকে ফিরে দেখছি, তেমনই সূচনা করছি দু’শো বছর পূর্তি উৎসবেরও।”

চিকিৎসক অমিত ঘোষ
কনভেনর, এমসিইএসএ

“আমাদের কলেজের সমৃদ্ধ ইতিহাস এবং ঐতিহ্যের অংশ হয়ে উঠতে পেরে আমি সম্মানিত বোধ করছি। বহু পরিচিত এই স্থাপত্যের সঙ্গে ঐতিহ্যময় ইতিহাস আমাদের সকলকে একসূত্রে বেঁধে রেখেছে। এই প্রতিষ্ঠান সহনশীলতা, নতুনকে বরণ এবং পরিষেবার এক অনন্য দৃষ্টান্ত।”

চিকিৎসক অভীক ঘোষ
সম্মানিত সম্পাদক, এমসিইএসএ

“আজকের সব বাধা পেরিয়ে আমরা যখন আগামী দিনের স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রণয়নে মগ্ন, তখন আমাদের অনুপ্রাণিত করেন কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের সেই সব দিকপাল মানুষজন, যাঁরা নজির গড়েছেন তাঁদের পেশাদারিত্ব, নীতিবোধ এবং সহমর্মিতার জন্য।”

চিকিৎসক অনির্বাণ দলুই
সম্মানিত কোষাধ্যক্ষ, এমসিইএসএ